বিধি ৪০, ধারা ৮, পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০

ব্যবহারিক নির্দেশিকা ঃ

এই ব্যবহারিক নির্দেশিকাটি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথাগত আদালতের রেজিস্টারসমূহ (মামলা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের ছক ও পদ্ধতির ব্যবহারিক নমুনা) পূরণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়ক নির্দেশিকা হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথাগত বিচার পদ্ধতি উন্নতকরণ কার্যক্রম

ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন
এর সহ-অর্থায়নে পরিচালিত

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

UNDP

প্রথাগত বিচার ব্যবস্থায় মামলা প্রতিবেদন তৈরির নির্দেশিকা

মামলা প্রতিবেদন কি ?

প্রথাগত আদালতে মামলা সঠিক ভাবে ব্যবস্থাপনা পর কার্বারী ও হেডম্যান নিজ নিজ আদলতের অভিযোগ গ্রহণ এবং মামলা নিস্পত্তি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন এবং তার উপরস্থ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। এই প্রতিবেদনে, একটি প্রথাগত আদালতে প্রতি চার মাসে কতগুলি মামলা দায়ের করা হয়েছে, তার মধ্যে কতগুলি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে এবং কতগুলি মামলা অপেক্ষমান আছে সে সম্পর্কিত তথ্য বর্ণিত থাকবে।

মামলা প্রতিবেদন গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

- একটি আদালতের বিচারিক কার্যক্রম সম্পর্কিত দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বুঝার জন্য সঠিক মামলা ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সম্পর্কিত মামলা প্রতিবেদন তৈরি করা খুবি প্রয়োজনীয়।
- মামলা প্রতিবেদনের মধ্যমে প্রতিটি প্রথগত আদালতের সক্ষমতা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারনা পাওয়া যাবে।
- মামলা প্রতিবেদনের মধ্যমে প্রথগত আদালতে নারী ও দরিদ্র জনগণের প্রবেশের সুযোগ এবং বিচার প্রাপ্তির অবস্থা সম্পর্কে জানা যাবে।
- সকল প্রথগত আদালতের মামলার প্রতিবেদনগুলো একত্রীভূত করার মাধ্যমে, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারনা পাওয়া যাবে।
- মামলা প্রতিবেদনের তৈরি এবং প্রকাশের ফলে, প্রথাগত আদালতের উপর বিচারপ্রার্থীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।
- মামলা প্রতিবেদনের তৈরি এবং প্রকাশের ফলে, বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে এলাকাতে সুশাসন এবং শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রথাগত আদালতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

প্রথাগত আদালতে ধরনঃ

প্রথাগত বিচার ব্যবস্থায় তিন ধরনের আদলত রয়েছে। সেগুলো হল যথাক্রমে

- কার্বারী *আদালত*
- *হেডম্যান আদালত*
- সার্কেল চীফ আদালত

প্রথাগত সকল আদালতের প্রতিবেদন প্রদানের জন্য একটি করে নির্দিষ্ট ফরম রয়েছে। প্রত্যেক আদালত থেকে এই নির্দিষ্ট ফরমটি পূরণ করে প্রতি চারমাস পরপর মামলার প্রতিবেদনটি তার উপরস্থ আদালতের নিকট প্রেরণ করবে। মামলার প্রতিবেদন প্রদানের ধাপ সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল।

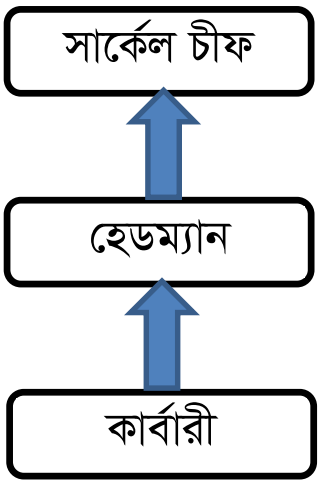

চিত্রঃ প্রথাগত আদালতের মামলার প্রতিবেদন প্রদানের ক্রম

মামলা প্রতিবেদন ফরম পূরণের নিয়মঃ

- প্রতিটি মামলার প্রতিবেদন ফরমে সর্বমোট ১১ টি কলাম আছে। একজন প্রথাগত বিচারকের তার প্রতিবেদনের জন্য সকল কলাম পূরণ করতে হবে।
- প্রথম কলামে মামলার ধরণ সম্পর্কে বলা আছে। যেকোনো মামলা এই ৪টি ভাগের মধ্যে রেখে তার প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। প্রতিটি মামলার ধরণ সম্পর্কে নির্দেশিকার শেষে নোট দেওয়া আছে।
- প্রথমে মামলার ধরণ অনুযায়ী, ২ নাম্বার কলমে পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের সময়কাল শেষে যে মামলাগুলো চলমান ছিল সেগুলোকে বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালের শুরুতে অনিষ্পত্তিকৃত মামলা হিসাবে বসাতে হবে। যেমনঃ পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের সময়কাল শেষে একজন পুরুষ আবেদনকারীর একটা পারিবারিক মামলা চলমান ছিল তাই, ২ নাম্বার কলমে পুরুষের ঘরে ১ মামলা অনিষ্পত্তিকৃত মামলা হিসাবে দেখান হয়েছে। একইভাবে সামাজিক, ফৌজদারী ও দেওয়ানী গুলকে পূর্ববর্তী প্রতিবেদন থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।
- ৩ নাম্বার কলামে, বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালের মধ্যে যে সকল মামলা নতুন ভাবে কার্বারী বা হেডম্যান বা সার্কেল চীফ আদালত দায়ের করা হয়েছে শুধু সেই সংখ্যাকে নির্দেশ করে। যেমন ধরে নেয়া যাক বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালের মধ্যে একটি আদালতে একজন পুরুষ এবং দুইজন নারী পারিবারিক বিরোধ নিয়ে অভিযোগ করেছেন, তাই এই কলামে পুরুষের ঘরে ১ এবং নারীর ঘরে ২ বসানো হয়েছে।
- ৪ নাম্বার কলামে, মোট মামলার সংখ্যা বলতে বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালের মধ্যে মোট বিচার্য মামলার সংখ্যা নির্দেশ করে। তাই এই কলাম হবে ২ এবং ৩ নং কলামের যোগফল।
- ৫ এবং ৬ নাম্বার কলামে বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালের মধ্যে সকল সমাধানকৃত মামলার সংখ্যা বসবে। যেহেতু, প্রথাগত বিচার ব্যবস্থায় মামলা আপোষে এবং রায়ে উভয়ভাবে সমাধান হতে পারে তাই আপোষে সমাধানকৃত মামলাগুলোকে ৫ নং এবং রায় বা আদেশে সমাধানকৃত ৬ নং কলামে বসাতে হবে। যেমন ধরে নেয়া যাক বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালের মধ্যে মোট ৪ টি বিচার্য পারিবারিক মামলার মধ্যে একজন পুরুষ আবেদনকারীর ১ টি মামলা, বাদী বিবাদীর মধ্যে আপোষে সমাধান হয়েছে তাই ৫ নাম্বার কলামে পারিবারিক মামালার ক্ষেত্রে পুরুষের ঘরে ১ লেখা হয়েছে। একইভাবে, একজন নারী আবেদনকারীর ১ টি মামলা বিচারকের রায়ে সমাধান হয়েছে ধরে নিয়ে নারীর ঘরে ১ লেখা হয়েছে।
- ৭ নাম্বার কলামে, যে সকল মামলা কার্বারী বা হেডম্যান সমাধান করতে পারেনি বলে যথাক্রমে হেডম্যান বা সার্কেল চীফ আদালতে প্রেরণ করেছে, সেই সংখ্যা নির্দেশ করে। যেম্ ধরে নেয়া যাক বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালের মধ্যে মোট ৪ টি বিচার্য পারিবারিক মামলার মধ্যে একজন পুরুষ আবেদনকারীর ১ টি মামলা একজন কার্বারী সমাধান করতে না পারায় তার হেডম্যান এর নিকট প্রেরণ করেছে তাই ৭ নাম্বার কলামে পারিবারিক মামালার ক্ষেত্রে পুরুষের ঘরে ১ লেখা হয়েছে।
- ৮ নাম্বার কলামে, মোট সমাধানকৃত মামলার সংখ্যা বলতে বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালের মধ্যে একটি আদালতে মোট সমাধানকৃত মামলার সংখ্যা নির্দেশ করে। তাই এই কলাম হবে ৫, এবং ৬ নং কলামের যোগফল হবে।
- ৯ নাম্বার কলামে, অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা বলতে বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালের মধ্যে মোট বিচার্য মামলা থেকে যে সকল মামলার সমাধান হয়নি সেই সংখ্যাকে নির্দেশ করে। তাই এই কলাম হবে ৪ নং এবং ৮ নং কলামের বিয়োগফল অর্থাৎ মোট বিচার্য মামলা থেকে মোট সমাধানকৃত মামলার বিয়োগফল।
- ১০ নাম্বার কলামে, বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালের মধ্যে মোট সমাধানকৃত মামলার মধ্যে রায় ও আদেশ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে এমন মামলা সংখ্যা নির্দেশ করে। যেমন ধরে নেয়া যাক বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালের মধ্যে মোট ৩ টি (পুঃ ২, নাঃ ১) সমাধানকৃত পারিবারিক মামলার মধ্যে একজন পুরুষ এবং ১ জন নারী আবেদনকারীর ১ টি করে মামলার রায় বাস্তবায়িত হয়েছে তাই ১০ নাম্বার কলামে পারিবারিক মামালার ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারী উভয়ের ঘরে ১ লেখা হয়েছে।

- ১১ নাম্বার কলামে, বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালের মধ্যে মোট সমাধানকৃত মামলার মধ্যে যে সকল মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ ছিল এমন মামলার সংখ্যা নির্দেশ করে। মনে রাখাতে হবে যে এই কলামে মামলা সংখ্যা উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। যেমন ধরে নেয়া যাক বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালের মধ্যে মোট ৩ টি সমাধানকৃত পারিবারিক মামলার মধ্যে ১ মামলার বিচারিক বা পরামর্শক প্যানেলে ২ জন নারী অংশগ্রহণ করেছিল, যেহেতু ১ মামলার বিচারিক বা পরামর্শক প্যানেলে নারী ছিল তাই ১১ নাম্বার কলামে মামালার সংখ্যা ১ লেখা হয়েছে।

প্রথাগত আদালত মামলার তথ্য

মামলার ধরন	পুরাতন অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা		নতুন দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা		মোট মামলার সংখ্যা (২+৩)		সমাধানকৃত মামলার সংখ্যা				হেডম্যান আদালতে প্রেরণকৃত ও আপীলকৃত মামলার সংখ্যা		মোট সমাধানকৃত মামলার সংখ্যা (৫+৬)		অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা (৪-৮)		বাস্তবায়িত মামলার সংখ্যা		সিদ্ধান্ত গ্রহণে/ বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ছিল এমন মামলার সংখ্যা
							আপোষে সমাধানকৃত		রায় বা আদেশে সমাধানকৃত										
১	২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১
	পুঃ	নাঃ	পুঃ	নাঃ	পুঃ	নাঃ	পুঃ	নাঃ	পুঃ	নাঃ	পুঃ	নাঃ	পুঃ	নাঃ	পুঃ	নাঃ	পুঃ	নাঃ	মামলা
পারিবারিক মামলা	১	০	১	২	২	২	১	০	০	১	১	০	২	১	০	১	১	১	১
সামাজিক মামলা	০	১	২	১	২	২	১	০	১	১	০	০	২	১	০	১	১	১	১
দেওয়ানী মামলা	১	০	১	০	২	০	০	০	১	০	১	০	২	০	০	০	১	০	০
ফৌজদারী মামলা	০	১	০	১	০	২	০	১	০	১	০	০	০	২	০	০	০	০	২
অন্যান্য মামলা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
সর্বমোট	২	২	৪	৪	৬	৬	২	১	২	৩	২	০	৬	৪	০	২	৩	২	৪

প্রথাগত আদালতে মামলার প্রতিবেদন প্রেরণের সময়সীমা

প্রত্যেক কার্বারী তার আদালতের প্রতিবেদন তৈরি করে, তার হেডম্যানের নিকট পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবেন। হেডম্যান তার অধীন সকল কার্বারীর প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা সমন্বিত করে ২০ তারিখের মধ্যে সার্কেল অফিসে প্রেরণ করবেন। সার্কেল চীফ অফিসে নিযুক্ত কেস ম্যানেজমেন্ট অফিসার, এমএইএস অফিসার সহযোগিতায় সকল হেডম্যানদের প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা সমন্বিত করে ৩০ তারিখের মধ্যে সার্কেল চীফের নিকট প্রদান করবেন।

নোটঃ

পারিবারিক মামলার ধরণ: *পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে সকল বিরোধ সংঘটিত হয় সেই সকল মামলাগুলো যেমন;- ভরণপোষণ ও শিশুর হেফাজত, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ, পিতা-পুত্রের দ্বন্দ, ভাইয়ে-বোনে দ্বন্দ, ইত্যাদি।*

সামাজিক মামলার ধরণ: *সমাজের প্রচলিত নিয়ম-নীতি বহির্ভূত কার্যকলাপের কারণে উদ্ভুত মামলাগুলো যেমন: ব্যবিচার; সমাজ, প্রচলিত রীতি ও প্রথা বিরোধী কার্যকলাপ, পুরুষ ও নারীর মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, প্রেম ঘটিত, ইত্যাদি।*

ছোটখাটো ফৌজদারী মামলা: *ছোটখাটো ফৌজদারী অপরাধ বলতে বোঝায় ছোটখাটো চুরি, কলহ, মারামারি, ভীতি প্রদর্শন, বিশ্বাসভঙ্গ, উত্যক্ত করা (ইভটিজিং) প্রভৃতি।*

দেওয়ানী মামলা: *যে সকল মামলায় ক্ষতিপূরণ, নিষেধাজ্ঞা, সুনির্দিষ্ট সম্পাদন, ঘোষণা, দখল-উদ্ধার, উচ্ছেদ এ সকল বিষয়ে প্রতিকার দাবি করা হয় সেগুলোই হচ্ছে দেওয়ানী মামলা। যেমন; স্বত্ব বা মালিকানা নিয়ে বিরোধ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, টাকা পয়সা আদায় নিয়ে বিরোধ ইত্যাদি দেওয়ানী মামলার অন্তর্ভুক্ত।*

অনিষ্পত্তিকৃত মামলাঃ *প্রথাগত আদালতে বিচারাধীন অনিষ্পত্তিকৃত মামলা। পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের সময়কাল শেষে যে মামলাগুলো চলমান ছিল, সে মামলাগুলোই হবে বর্তমান প্রতিবেদনের শুরুতে অনিষ্পত্তিকৃত মামলা।*

বাস্তবায়িত মামলাঃ *প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রথাগত আদালতের দেওয়া রায় ও আদেশ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে এমন মামলাকে বুঝাবে। দ্বৈত গণনা এড়াতে যে মাসে সিদ্ধান্ত পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে সে সময়কালে রিপোর্ট করুন।*

মোতর্ফা মোকদ্দমা/মামলার আবেদন ফর্ম

তারিখ:

বরাবর,
হেডম্যান, ৩২১ নং কাঙাড়াছড়ি মৌজা
রাজস্থলী উপজেলা, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
বোমাং সার্কেল।

বিরোধীয় বিষয়/শিরোনাম: **দীর্ঘ ২ বছর যাবত স্বামী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।**

উক্রাচিং মারমা, কাকড়াছড়ি পাড়া, ৩২১ নং কাকড়াছড়ি মৌজা,
রাজস্থলী উপজেলা, রাঙ্গামাটি জেলা, বোমাং সার্কেল। (বাদী)
বনাম
থুই অং মারমা, কাকড়াছড়ি পাড়া, ৩২১ নং কাকড়াছড়ি মৌজা,
রাজস্থলী উপজেলা, রাঙ্গামাটি জেলা, বোমাং সার্কেল। (বিবাদী)

প্রার্থনার সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবরন:

বিবাদী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অবসান চাই এবং বিবাদীর শাস্তি চাই, যাতে আমার (বাদী) প্রতি ভবিষ্যতে কোন ধরণের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন না করে।

অতএব, উপরোক্ত বিরোধীয় বিষয়ে যথাযথ প্রতিকারের প্রার্থনা করিতেছি।

আবেদনকারী/বাদীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে।)

আপোষনামা

মোতর্ফা মোকদ্দমা / মামলা নং- ..... (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

রাজ/হেডম্যান/ কার্বারী আদালত ,.....**কাকড়াছড়ি** পাড়া,.....**৩২১ নং কাকড়াছড়ি** মৌজা
বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়ন, ...**রাজস্থলী** উপজেলা, ...**রাঙ্গামাটি** জেলা. ..... **বোমাং** সার্কেল

আমরা, বাদী **থুই অং মারমা** .....**কাকড়াছড়ি** পাড়া,.....**৩২১ নং কাকড়াছড়ি** মৌজা
বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়ন, ...**রাজস্থলী** উপজেলা, ...**রাঙ্গামাটি** জেলা. ..... **বোমাং** সার্কেল

এবং

বিবাদী **উসাচিং মারমা**..... **কাকড়াছড়ি** পাড়া,.....**৩২১ নং কাকড়াছড়ি** মৌজা
বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়ন, ...**রাজস্থলী** উপজেলা, ...**রাঙ্গামাটি** জেলা. ..... **বোমাং** সার্কেল
দেওয়ানী (জমি) সংক্রান্ত বিরোধীয় বিষয়টি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে সাক্ষীর উপস্থিতিতে **২৩/১০/২০২১** তারিখে আপোষে নিষ্পত্তি করিলাম।

শর্তাবলীঃ

১. বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষ সম্মতি দিয়েছে যে বাদীর রেকর্ডকৃত জায়গায় **(হোল্ডিং নং ৫৬৩২ , খতিয়ান নং ২৫২, দাগ নং ৯৩৭)** বিবাদী যে অল্প অংশে বেড়ার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ পূর্বক দখল করেছে তাহা নিজ খরচে সরিয়ে নিবেন ।

২. উভয় পক্ষ ভবিষ্যতে এই জমি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আর কোনরূপ দ্বন্দে জড়িত হবেন না ।

৩. উভয় পক্ষই তাদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে সচেতন থাকবে ।

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

সাক্ষীর নাম এবং ঠিকানা **স্বাক্ষর/টিপসহি**

১.উটিং মারমা, কাকড়াছড়ি, ৩২১ নং কাকড়াছড়ি , বাঙ্গালহালিয়া, রাজস্থলী।
২. মিনুচিং মারমা, মহিলা কার্বারী ,কাকড়াছড়ি, ৩২১ নং কাকড়াছড়ি , বাঙ্গালহালিয়া, রাজস্থলী।
৩.....

বাদীর স্বাক্ষর ও তারিখ বিবাদীর স্বাক্ষর ও তারিখ

আমার সম্মুখে উক্ত বিরোধীয় বিষয়টি উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়াছে এই মর্মে প্রত্যয়ন করা গেল।

স্বাক্ষর এবং সীল

রাজা/হেডম্যান/ কার্বারীর স্বাক্ষর ও সীল দিতে হবে

হেডম্যান ও কার্বারীর নাম রাজ আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

হেডম্যান আদালতের রেজিস্টার এর নমুনা

এই অংশটিতে রাজ/হেডম্যান/ কার্বারীর তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

হেডম্যান আদালতের **পারিবারিক / সামাজিক /ফৌজদারী/দেওয়ানী/ অন্যান্য** মামলার তালিকা

হেডম্যান/ কার্বারী এর নামঃ লিঙ্গঃ পাড়া: **হাচুকপাড়া**

মৌজাঃ **২০৫ নং তৈকাতাং** ইউনিয়নঃ **মাটিরাঙ্গা সদর** উপজেলাঃ **মাটিরাঙ্গা** জেলাঃ **খাগড়াছড়ি** সার্কেলঃ **মং**

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মোতর্ফা মোকদ্দমা/ মামলা নং এবং রুজুর তারিখ	মোতর্ফা মোকদ্দমা /মামলা কার্বারী/ হেডম্যান আদালত থেকে পেয়ে থাকলে কার্বারী/ হেডম্যান আদালতের নিবন্ধিত নং	বাদীর পরিচয় এবং ঠিকানা	বিবাদীর পরিচয় এবং ঠিকানা	বিষয়	রায়/ আদেশের সংক্ষিপ্তসার এবং তারিখ	রায় কার্যকর হয়েছে কি না ? (হয়ে থাকলে এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে)	রাজ/ হেডম্যান আদালতে নথিপত্র পাঠানো হয়েছে কি না ? (নথিপত্র পাঠানো হলে তারিখ উল্লেখ করতে হবে)	রাজ/ হেডম্যান আদালতে প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে কি না ? (প্রতিবেদন পাঠানো হলে তারিখ উল্লেখ করতে হবে)
মোতর্ফা মোকদ্দমা/ মামলা নং- ১২/২০২১ এবং রুজুর তারিখ- ২০/০৭/২০২১	**কার্বারী আদালতের মোতর্ফা মোকদ্দমা/ মামলা নং- ২১/২০২০**	**জয়ত্রী ত্রিপুরা পিতার নাম: মাতার নাম: হাচুকপাড়া, ২০৫ নং তৈকাতাং , মাটিরাঙ্গা সদর, খাগড়াছড়ি ।**	**নীতিশ ত্রিপুরা পিতার নাম: মাতার নাম: হাচুকপাড়া, ২০৫ নং তৈকাতাং , মাটিরাঙ্গা সদর, খাগড়াছড়ি ।**	**ছাড়াছাড়ির আবেদন (বিবাহ বিচ্ছেদ)**	**বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হল ও বিবাদী কর্তৃক বাদী এবং তার সন্তানের ভরণপোষনের জন্যে রায়ের তারিখ (১২/০৯/২০২১) থেকে পরবর্তী ৫ বছর (১১/০৮/২০২৬) প্রতি মাসে ৬ হাজার টাকা প্রদান করতে রায়/আদেশ দেয়া হল ।**	**রায় কার্যকরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।**	**রাজ আদালতে পাঠানো হয়েছে । ২৯/০৯/২০২১**	**রাজ আদালতে পাঠানো হয়েছে । ২৯/০৯/২০২১**

- ২ নং কলাম কার্বারী আদালতের জন্য প্রযোজ্য হবে না। শুধু মাত্র হেডম্যান ও রাজ আদালত এর জন্য প্রযোজ্য হবে।
- ৮ ও ৯ নং কলাম শুধু মাত্র হেডম্যান ও কাবারী আদালতের জন্য প্রযোজ্য হবে। কিন্তু রাজ আদালতের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

হেডম্যান ও কার্বারীর নাম রাজ আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

কার্বারী আদালতের রেজিস্টার এর নমুনা

এই অংশটিতে রাজ/হেডম্যান/ কার্বারীর তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

কার্বারী আদালতের **পারিবারিক / সামাজিক /ফৌজদারী/দেওয়ানী/ অন্যান্য** মামলার তালিকা

হেডম্যান/ কার্বারী এর নামঃ লিঙ্গঃ পাড়া: **হাচুকপাড়া**

মৌজাঃ **২০৫ নং তৈকাতাং** ইউনিয়নঃ **মাটিরাঙ্গা সদর** উপজেলাঃ **মাটিরাঙ্গা** জেলাঃ **খাগড়াছড়ি** সার্কেলঃ **মং**

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মোতর্ফা মোকদ্দমা/ মামলা নং এবং রুজুর তারিখ	মোতর্ফা মোকদ্দমা /মামলা কার্বারী/ হেডম্যান আদালত থেকে পেয়ে থাকলে কার্বারী/ হেডম্যান আদালতের নিবন্ধিত নং	বাদীর পরিচয় এবং ঠিকানা	বিবাদীর পরিচয় এবং ঠিকানা	বিষয়	রায়/ আদেশের সংক্ষিপ্তসার এবং তারিখ	রায় কার্যকর হয়েছে কি না ? (হয়ে থাকলে এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে)	রাজ/ হেডম্যান আদালতে নথিপত্র পাঠানো হয়েছে কি না ? (নথিপত্র পাঠানো হলে তারিখ উল্লেখ করতে হবে)	রাজ/ হেডম্যান আদালতে প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে কি না ? (প্রতিবেদন পাঠানো হলে তারিখ উল্লেখ করতে হবে)
মোতর্ফা মোকদ্দমা/ মামলা নং- ১২/২০২১ এবং রুজুর তারিখ- ২০/০৭/২০২১	**কার্বারী আদালতের জন্যে এই কলামটি প্রযোজ্য নয়**	**জয়ত্রী ত্রিপুরা পিতার নাম: মাতার নাম: হাচুকপাড়া, ২০৫ নং তৈকাতাং , মাটিরাঙ্গা সদর, খাগড়াছড়ি ।**	**নীতিশ ত্রিপুরা পিতার নাম: মাতার নাম: হাচুকপাড়া, ২০৫ নং তৈকাতাং , মাটিরাঙ্গা সদর, খাগড়াছড়ি ।**	**ছাড়াছাড়ির আবেদন (বিবাহ বিচ্ছেদ)**	**বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হল ও বিবাদী কর্তৃক বাদী এবং তার সন্তানের ভরণপোষনের জন্যে রায়ের তারিখ (১২/০৯/২০২১) থেকে পরবর্তী ৫ বছর (১১/০৮/২০২৬) প্রতি মাসে ৬ হাজার টাকা প্রদান করতে রায়/আদেশ দেয়া হল ।**	**রায় কার্যকরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।**	**হেডম্যান আদালতে পাঠানো হয়েছে । ২৯/০৯/২০২১**	**হেডম্যান আদালতে পাঠানো হয়েছে । ২৯/০৯/২০২১**

বাদীর প্রতি নোটিশ

স্মারক নং: ১২১/২০২১ ,তারিখ: ০১/০৯/২০২১

রাজ/হেডম্যান/ কার্বারীআদালত .....**বলিপাড়া** পাড়া ..... **৩৭৯ নং বাঘাইছড়ি** মৌজা

বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন..... **বাঘাইছড়ি** উপজেলা..... **রাঙ্গামাটি** জেলা ..... **চাকমা** সার্কেল

প্রতি,

হেঙোত্তে চাকমা
পিতার নাম: **বলরাম চাকমা**
মাতার নাম: **চান্দোবী চাকমা**
বলিপাড়া, ৩৭৯ নং বাঘাইছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি

বিষয় : **রাজ/হেডম্যান/ কার্বারী** আদালতের..... ২৮/০৮/২০২১তারিখের..... **৫২/২০২১ নং** মোতর্ফা মোকদ্দমা/মামলা এর শুনানী ।

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত মোতর্ফা মোকদ্দমা/মামলার শুনানীর দিন আগামী ১৫/০৯/২০২১ তারিখে সকাল ১০ ঘটিকার সময় **রাজ/হেডম্যান/ কার্বারী** আদালত স্থানে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

অতএব, উক্ত দিনে নির্ধারিত সময়ে প্রয়োজনীয় স্বাক্ষীসহ উপস্থিত থাকিবেন । ত্রুটিতে মোকদ্দমা খারিজ করা যাইতে পারে ।

স্বাক্ষর ও সীল

(রাজা/হেডম্যান/ কার্বারীর স্বাক্ষর ও সীল দিতে হবে)

বিবাদীর প্রতি সমন

স্মারক নং:১২৩/২০২১ তারিখ: ০২/০৯/২০২১

রাজ/হেডম্যান/ কার্বারী আদালত..... **বলিপাড়া** পাড়া .....**৩৭৯ নং বাঘাইছড়ি** মৌজা

বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন..... **বাঘাইছড়ি** উপজেলা..... **রাঙ্গামাটি** জেলা..... **চাকমা** সার্কেল

হেঙোত্তে চাকমা,পিতার নাম: বলরাম চাকমা ,মাতার নাম: চান্দোবী চাকমা ,বলিপাড়া, ৩৭৯ নং বাঘাইছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি ।
.....
..... বাদী

বনাম

পেজাল্যে চাকমা, পিতার নাম: মেইয়্যেধন চাকমা . মাতার নাম: বাধিমলে চাকমা, বলিপাড়া, ৩৭৯ নং বাঘাইছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি ।
.....
.....বিবাদী

যেহেতু উপরোক্ত বাদী আপনার বিরুদ্ধে মোতর্ফা মোকদ্দমা/মামলা রুজু করিয়াছেন, সেহেতু আপনার প্রতি আদেশ হইতেছে যে, আগামী **১৫/০৯/২০২১** ইং তারিখে **সকাল ১০** ঘটিকার সময় **রাজ/হেডম্যান/ কার্বারী আদালত** স্থানে নিজস্ব স্বাক্ষীসহ হাজির হইয়া উত্তর দায়ক হইবেন । ত্রুটিতে আপনার বিরুদ্ধে মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে ।

স্বাক্ষর এবং সীল

(রাজা/হেডম্যান/ কার্বারীর স্বাক্ষর ও সীল দিতে হবে)

মামলার শুনানীতে উপস্থিতির রেজিষ্টার

মোতর্ফা মোকদ্দমা নং/ মামলা নং ৫২/২০২১ নং তারিখ:১৫/০৯/২০২১

রাজ/হেডম্যান/ কার্বারী আদালত..... **বলিপাড়া** পাড়া..... **৩৭৯ নং বাঘাইছড়ি** মৌজা

৫ নং বঙ্গলতলী ইউনিয়ন..... **বাঘাইছড়ি** উপজেলা..... **রাঙ্গামাটি** জেলা..... **চাকমা** সার্কেল

আমরা নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিবর্গ ৫২/ ২০২১ নং মামলার শুনানী চলাকালীন সময়ে অত্র আদালতে উপস্থিত ছিলাম।

ক্রমিক নং	নাম	পেশা	পদবী	ঠিকানা	স্বাক্ষর/টিপসহি
০১	**নুয়েন ত্রিপুরা**	**জনপ্রতিনিধি**	**ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য**	**বলিপাড়া, ৩৭৯ নং বাঘাইছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি ।**	
০২	**রাঙাধন চাকমা**	**জুম চাষ**	**কৃষক**	**বলিপাড়া, ৩৭৯ নং বাঘাইছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি ।**	
০৩	**রানজুনি চাকমা**	**গৃহিনী**	**গৃহিনী**	**বলিপাড়া, ৩৭৯ নং বাঘাইছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি ।**	
০৪	**হেঙোত্তে চাকমা**	**জুম চাষ**	**কৃষক**	**বলিপাড়া, ৩৭৯ নং বাঘাইছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি ।**	
০৫	**পেজাল্যে চাকমা**	**জুম চাষ**	**কৃষক**	**বলিপাড়া, ৩৭৯ নং বাঘাইছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি ।**	

স্বাক্ষর ও সীল

(রাজা/হেডম্যান/ কার্বারীর স্বাক্ষর ও সীল দিতে হবে)

মামলার হাজিরা

(**বিবাদীর** হাজিরা)

মোতর্ফা মোকদ্দমা/মামলা নং ৫২/২০২১

রাজ/হেডম্যান/ কার্বারী আদালত..... **বলিপাড়া** পাড়া..... **৩৭৯ নং বাঘাইছড়ি** মৌজা

৫ নং বঙ্গলতলী ইউনিয়ন..... **বাঘাইছড়ি** উপজেলা..... **রাঙ্গামাটি** জেলা..... **চাকমা**

সার্কেল

.....**হেঙোত্তে চাকমা** বাদী

বিষয়: .....**বিবাদীর** হাজিরা।

বনাম

.....**পেজাল্যে চাকমা** বিবাদী

মহাত্মন,

অদ্য সূত্রে বর্ণিত মামলার ধার্য্য **১৫/০৯/২০২১** তারিখে

পেজাল্যে চাকমা, পিতার নামঃ মেইয়্যেধন চাকমা . মাতার নামঃ বাধিমলে চাকমা,

ঠিকানাঃ বলিপাড়া, ৩৭৯ নং বাঘাইছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি ।

.....মাননীয় আদালতে হাজির।

তারিখ:

ইতি

পেজাল্যে চাকমা

✓

বাদী/বিবাদী/বাদীর ১ নং সাক্ষী/বিবাদীর ____ নং সাক্ষী এর জবানবন্দি

বিধি ৪০, ধারা ৮, পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০

মোতর্ফা মোকদ্দমা/মামলা নং- ১/২০২২

উক্রাচিং মারমা বনাম **থুই অং মারমা**

_____ আদালত _____ পাড়া_____ মৌজা
_____ ইউনিয়ন _____ উপজেলা _____ জেলা _____ সার্কেল

বাদী/বিবাদী/সাক্ষীর জবানবন্দি এর মূল বক্তব্যঃ (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

আমার নাম **আপ্রুসি মারমা,** পিতার নাম- উক্যজই মারমা, মাতার নাম- **নীলিমা মারমা, কাকড়াছড়ি** পাড়া, **৩২১ নং কাকড়াছড়ি** মৌজা, **২ নং বিলাইছড়ি** ইউনিয়ন, **বিলাইছড়ি** উপজেলা, **রাঙ্গামাটি** জেলা, **চাকমা** সার্কেল, বয়স- ২৯ বছর, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি যাহা বলিব সত্য বলিব, মিথ্যা বলিব না।

আমি (বাদীর সাক্ষী) বেশ কয়েকবার বিবাদী থুই অং মারমা এর দ্বারা তাহার স্ত্রী (বাদী) উক্রাচিং মারমাকে শারীরিক নির্যাতন করতে দেখেছি।বেশ কয়েকবার উক্রাচিং মারমা বিবাদী কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়ায় আমার বাড়িতে পালিয়ে এসেছিলো এবং আমি নিজে তাকে আশ্রয় দিয়েছি।

✓

বাদী/বিবাদী/বাদীর ১ নং সাক্ষী/বিবাদীর ____ নং সাক্ষী এর স্বাক্ষর/টিপসহি _____

বাদী/বিবাদী/বাদীর ____ নং সাক্ষী/বিবাদীর ____ নং সাক্ষী এর জবানবন্দি প্রত্যয়ন করা গেল।

রাজা/হেডম্যান/কার্বারী এর স্বাক্ষর এবং সীল

বাদীর বক্তব্য (নমুনা)

মৌজা হেডম্যানের আদালত
১৮ নং কাকপয্যা মৌজা
লংগদু উপজেলা
চাকমা সার্কেল
পার্বত্য রাঙ্গামাটি।

মোতর্ফা মোকদ্দমা নং- ১/২০০৫ ইং

বাদীর বক্তব্য :

নাম :- লাল থন পাংখো, স্বামী :- বিয়াক পাংখো, সাং :- লাম্বাছড়া পাড়া, ১৮ নং কাকপয্যা মৌজা, উপজেলা : লংগদু, রাঙ্গামাটি জেলা ।

আমার বয়স ৩০ বৎসর। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যাহা বলিব সত্য বলিব, মিথ্যা বলিব না। ১০/০৫/২০০৫ তারিখ ১২ ঘটিকার সময় আমি বাজারে যাইতেছিলাম.....

(বিবাদীর জেরার উত্তরে) না, না ওখানে আমি যাই নাই।

(আদালতের প্রশ্নের উত্তরে) হ্যাঁ। আমার সাথে বিবাদীর সেইদিন কথা হয়েছিল।

মৌজা হেডম্যানের আদালত

১৬৮ নং কংলাক মৌজা
বাঘাইছড়ি উপজেলা
চাকমা সার্কেল
পার্বত্য রাঙ্গামাটি।

মোতর্ফা মোকদ্দমা নং- ১/২০০৫ ইং

বাদীর ১ নং স্বাক্ষীর বক্তব্য :

আমার নাম:জনি লুসাই,পিতা :জোয়ানা লুসাই, গ্রাম :লুসাইপাড়া, বয়স :২৭ বৎসর আমি শপথ কয়িার বলিতেছি যে, আমি যাহা বলিব সত্য বলিব, মিথ্যা বলিব না। আমি কাঙাড়া ধরিতে যাওয়ার সময় ভিটা খুলা চাকমার আম বাগানের খামার ঘরে ৭.০০ ঘটিকার সময় দুই জনকে দেখেছি। (বিবাদীর জেরার উত্তরে) আমার হাতে টর্চ লাইট ছিল বলেই আমি দেখেছি। (আদালতের প্রশ্নের উত্তরে) আমি একা ছিলাম, আমি কার্ব্বারী বাবুকে ও বিবাদীর স্বামীকে জানিয়েছি।

(বাদীর জেরার উত্তরে) না, না ওখানে আমি যাই নাই।

(আদালতের প্রশ্নের উত্তরে) হ্যাঁ। আমার সাথে বিবাদীর সেইদিন কথা হয়েছিল।

তারিখ :-

স্বাক্ষর/টীপসহি

(জনি লুসাই)

রায় বাস্তবায়ন রেজিস্টার

মোতর্ফা মোকদ্দমা/মামলা নং _____

_____ আদালত _____ পাড়া _____ মৌজা

_____ ইউনিয়ন _____ উপজেলা _____ জেলা _____ সার্কেল

মামলার মূল রায় (সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে):

বাদী (স্ত্রী) জয়ত্রী ত্রিপুরা ও বিবাদী (স্বামী) নীতিশ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অন্য নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা ও বাদী (স্ত্রী) কে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা প্রমাণিত হওয়ায় বাদী (আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে) ও বিবাদীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর করা হল। তবে বিবাদী কে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬ লক্ষ টাকা আগামী ৬/১১/২০২২ এর মধ্যে তিন কিস্তিতে (১ম কিস্তি ৩,০০,০০০ টাকা মে ২০২২ এর মধ্যে, ২য় কিস্তি ১,৫০,০০০ টাকা জুলাই ২০২২ এর মধ্যে এবং ৩য় কিস্তি ১,৫০,০০০ টাকা নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে) প্রদানের জন্য রায় দেয়া হয়।

রায় বাস্তবায়নের বক্তব্য:

(আংশিক হলেও উল্লেখ করা যাবে। প্রয়োজনে পরবর্তীতে রায় বাস্তবায়নের অগ্রগতি হলে তা উল্লেখ করতে হবে)

তারিখ	রায় বাস্তবায়নের অবস্থা	রাজা/হেডম্যান/কার্বারী এর স্বাক্ষর এবং সীল
০৭/০৫/২০২২	বিবাদী কর্তৃক বাদীকে ৩,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।	

পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০, ধারা ৮, বিধি ৪০ দ্রষ্টব্য

অর্ডার সীট

মোতর্ফা মোকদ্দমা/মামলা নং .....

.....বনাম.....

.....আদালত.....পাড়া.....মৌজা

.....ইউনিয়ন.....উপজেলা.....জেলা..... .....সার্কেল

হুকুম/ আদেশের সন ও তারিখ	হুকুম/আদেশ	স্বাক্ষর এবং সীল

চট্টগ্রাম হিলট্রেক্টস চাকমা রাজ আদালত

অর্ডার সীট

হুকমের সন ও তারিখ	হুকুম	দস্তখত
	মোতর্ফা মোকদ্দমা নং- ০১/২০২১	
১৮/০২/২০২১ খ্রী:	মিজ ধনপুদি চাকমা এর আবেদন পাওয়া গেল। মোতর্ফা মোকদ্দমায় নম্বর পড়িবে।	স্বাক্ষরিত চাকমা রাজা
০৭/০৩/২০২১ খ্রী:	বাদী ও বিবাদী উভয়েই হাজির। বাদী ও বিবাদী এবং স্বাক্ষীর বক্তব্য শ্রবন করা হইল।পরবর্তী শুনানী ১৬/০৭/২০২১ খ্রী:।	স্বাক্ষরিত চাকমা রাজা
১৬/০৭/২০২১ খ্রী:	বাদী ও বিবাদী উভয়েই হাজির। বাদী ও বিবাদী এবং স্বাক্ষীর বক্তব্য শ্রবন করা হইল। পরবর্তী শুনানী ০১/০৮/২০২১ খ্রী:।	স্বাক্ষরিত চাকমা রাজা
০১/০৮/২০২১ খ্রী:	বাদী গড়হাজির ও বিবাদী হাজির। পরবর্তী শুনানী ০২/০৮/২০২১ খ্রী:।	স্বাক্ষরিত চাকমা রাজা
০২/০৮/২০২১ খ্রী:	বাদী ও বিবাদী স্বাক্ষীসহ হাজির। **রায়**	

প্রক্রিয়া: উক্ত মামলার উৎস হইল মিজ ধনপুদি চাকমা (অতপর "বাদী" বলিয়া অভিহিত) এর ১৮/০২/২০২১ খ্রী: তারিখের প্রার্থনা। উক্ত প্রার্থনায় মি: রাধামন চাকমা (অতপর বিবাদী বলিয়া অভিহিত) এর বিরুদ্ধে মিজ ধনপুদি চাকমা নামক এক মহিলার সহিত "পরকিয়া প্রেম ও অনৈতিক সহবাসের" অভিযোগ করিয়াছেন। বাদী ইহাও অভিযোগ করিয়াছেন যে, বিবাদী তাহাকে (বাদীকে) ও তাহার কন্যাকে (মিজ কুঞ্জবি চাকমা) ভরণ-পোষণ, লেখা পড়া (কন্যার জন্য) ও চিকিৎসার ব্যয়ভার প্রদান হইতে বিরত রহিয়াছেন। বাদী উক্ত বিষয়ের ভিত্তিতে ছাড়াছাড়ি ও পক্ষদ্বয়ের ঔরষজাত একমাত্র সন্তান (কন্যা বয়স ৬ বৎসর) এর জন্য ভরণ-পোষণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

শুনানী: ০৭/০৩/২০২১ খ্রী:, ১৬/০৭/২০২১ খ্রী:, ০১/০৮/২০২১ খ্রী: ও ০২/০৮/২০২১ খ্রী: উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহন করা হয়।

বাদীর মাতা শ্রীমতি মেয়েবি চাকমা, বিবাদীর পিতা শ্রী মেয়েধন চাকমা, বিবাদীর মাতা শ্রীমতি কামেচবি চাকমা প্রমূখের বক্তব্য শুনিলাম। পক্ষদ্বয়ের কন্যাও (একমাত্র সন্তান) মিজ কুঞ্জবি চাকমা উপস্থিত ছিল এবং আদালত তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করে।

অত্র মোকদ্দমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নিম্নরূপ: (১) বিবাদী কর্তৃক দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহন এবং বাদীকে যথাযত মর্যাদা প্রদান ও দেখাশুনা করার বিফলতায় অথবা অন্য কোন কারণে বাদী ও বিবাদী বিবাহ বিচ্ছেদ হইবে কিনা ? (২) বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে বাদী ভরন-পোষন পাইবে কিনা? (৩) বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে শিশুর অভিভাবকত্ব কে পাইবে? (৪) বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে শিশুর হেফাযত কে পাইবে ?

বিবাদী কর্তৃক ২য় স্ত্রী গ্রহন এবং বাদীকে যথাযত মর্যাদা প্রদান ও দেখাশুনা করার বিফলতায় অথবা অন্য কোন কারণে বাদী বিবাহ বিচ্ছেদ পাইবার হকদার কিনা ?: বিবাদী কর্তৃক "পরকিয়া প্রেম ও অনৈতিক সহবাস" ও দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহনের ফলে তৎসম্পর্কিত অনভিপ্রেত পরিস্থিতির ভিত্তিতে বাদীর ছাড়াছাড়ি আদেশ প্রাপ্য কিনা এই বিষয় নির্ধারন করার প্রয়োজন নাই যেহেতু বাদী ও বিবাদী, অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী, উভয় পক্ষই ছাড়াছাড়ি করিতে একমত। স্বামী বা স্ত্রীর সম্মতিতে ও সমাজের তথা চাকমা জাতীয় বিচার সম্পর্কিত আদালতের জ্ঞাতসারে যে কোন চাকমা দম্পতি ছাড়াছাড়ি করিতে পারে। অতএব মিজ ধনপুদি চাকমা ও মি: রাধামন চাকমার ছাড়াছাড়ির আদেশ এই মর্মে দেওয়া হইল।

বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে বাদী ভরন-পোষন পাইবে কিনা?: উক্ত বিবাহ বিচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে বাদীর ভরনপোষন প্রাপ্য কিনা এই প্রশ্ন বিবেচনা করা গেল না যেহেতু বাদী অর্থাৎ মিজ ধনপুদি চাকমা তাহার নিজের জন্য ভরনপোষন দাবী করেন নাই বরং তাহার কন্যা মিজ কুঞ্জবি চাকমা জন্য কেবল ভরনপোষন দাবী করেন।

	<u>বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে শিশুর অভিভাবকত্ব কে পাইবে?:</u> শিশুর (অত:পর মিজ কুঞ্জবি চাকমা) এর অভিভাবকত্বের ব্যাপারে বাদীর প্রার্থনা মঞ্জুর করা গেল এবং বিবাদীর প্রার্থনা না মঞ্জুর করা গেল। মিজ কুঞ্জবি হেফাযত বাদীর নিকট প্রদান করা গেল। বিবাদীর প্রার্থনায় উল্লেখ করা হয় যে চাকমা আইন ও প্রথা অনুসারে পিতা হিসাবে বিবাদী তাহার শিশুর অভিভাবকত্ব পাইতে হকদ্বার। তবে শুধু অতীতে নাবালক শিশুর অভিভাবকত্ব পিতার প্রাপ্য থাকিলেও ইদানিং কালে নাবালক শিশুর এবং বিশেষ করিয়া অল্প বয়স্ক কন্যা শিশুর, অভিভাবকত্ব পিতার নিকট প্রদানের নজির বিরল। অনুরুপ বিষয়ের উপর অত্র আদালতের মোতর্ফা মোকদ্দমা নং ০১/২০২১ (মিজ ধনপুদি চাকমা বনাম মি: রাধামন চাকমা) তে শিশুর অভিভাবকত্ব মাতার নিকট প্রদান করা হয়।এই মোকদ্দমায়ও শিশুর হেফাযত মাতার নিকট প্রদান করা হয়। ইহাছাড়াও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশু অধিকার সনদে উলেখিত শিশু অধিকারের বিধানাবলী বাংলাদেশের সকল জাতি, গোষ্ঠী, ধর্মাবলম্বীর উপর বর্তায় এবং চাকমা জাতিগোষ্ঠীর শিশুগণও এর আওতার বহির্ভূত নহে। অতএব শিশুর সার্বিক কল্যান্নিই হওয়া উচিত শিশুর অভিভাবকত্ব প্রদানের মূখ্য বিবেচ্য বিষয়। অত্র মামলায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ও সন্দেহাতিতভাবে প্রতিয়মান হয় যে অমৃতা রত্না পৌত্রী তাহার পিতার হেফাযতে না থাকিয়া মাতার হেফাযতে থাকিলে সুস্থ, স্বাভাবিক, স্বস্তিকর এবং মানসিক বা মনস্তাত্বিক ভাবে উত্তমভাবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে। পিতার হেফাযতে মিজ কুঞ্জবি চাকমা হেফাযত বা custody প্রদান করা হইলে মিজ কুঞ্জবি চাকমা তাহার মাতৃস্নেহে, মমতা ও শাসনের বাহিরে থাকিবে। অধিকন্তু পিতার হেফাযতে থাকিলে কন্যাকে বিবাদীর দ্বিতীয় স্ত্রী স্বার্নিধ্যে থাকিতে হইবে অথবা বিবাদীর অন্যকোন বাস গৃহে (যদি থাকে বা ব্যবস্থা করা হয়) অথবা বিবাদীর পিতা মাতার বাস গৃহে থাকিতে হইবে। এইরূপ অনিশ্চিত পরিবেশে বিবাদীর হেফাযতে বা custody-তে কন্যা মিজ সুচিন্তা চাকমাকে প্রদান করা হইলে মিজ কুঞ্জবি চাকমার স্বাভাবিক, শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাাত্বিক বিকাশে ইত্যাদি ব্যঘাত ঘটাইতে পারে। মিজ কুঞ্জবি চাকমার প্রতি বিবাদীর পিতা ও মাতার স্নেহ ও আদর কল্যানকর বটে তবে মাতার স্নেহ ও আদর সুশাসনের বিকল্প হইতে পারে না। মিজ কুঞ্জবি চাকমাকে বাদীর হেফাযতে প্রদান করা হইলেও বিবাদী, বিবাদীর পিতা ও মাতা এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গের সহিত মিজ কুঞ্জবি চাকমা স্বাক্ষাৎ করিবার ও সীমিত পরিসরে ভ্রমন করিবার অধিকার রাখিবে। **<u>বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়া বাদী শিশুর হেফাযত পাইলে শিশুর ভরণ পোষণ পাইবে কিনা?:</u>** যেহেতু অত্র মামলায় পক্ষদ্বয়ের একমাত্র সন্তান, (মিজ কুঞ্জবি চাকমা) এর হেফাযত বা custody শিশুর মাতা বাদী মিজ ধনপুদি চাকমাকে প্রদান করা হইয়াছে সেহেতু উক্ত সন্তান স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত অথবা স্বাবালকত্ব অর্জনের পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত বিবাদী একমাত্র কন্যা সন্তানের ভরনপোষনের খরচবহন করিতে বাধ্য। এই ক্ষেত্রে বিবাদীর প্রার্থনা আংশিকভাবে মঞ্জুর করা হইল এবং বিবাদী বাদীর নিকট (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, রাঙ্গামাটি শাখা) সঞ্চয়ী হিসাব নং - ১১৪৩৫৩৮৩৩৩৩৩৪৯ অনুকুলে কন্যা সন্তনের ভরনপোষনের খরচ অথবা অত্র আদালতের মাধ্যমে	

	অমৃতা রত্নার ভরনপোষনের জন্য স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত মাসিক ৭,০০০/- টাকা প্রদান করিবে। তবে মুদ্রাস্ফীতি এবং/অথবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাদীর প্রার্থনার ভিত্তিতে এবং/অথবা বাদী ও বিবাদীর সম্মতিক্রমে এবং/অথবা অত্র আদালতের suo moto বিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত ভরন পোষনের খরচ পরিবর্তনযোগ্য। তবে নিয়মিত ভরণ পোষণ অর্থপ্রদান ছাড়াও বিবাদীর আয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অমৃতা রত্না পৌত্রির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভ্রমন, বিনোদন, বিবাহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে তাগিদ অথবা জরুরী কোন কারনে অর্থপ্রদানের দায়ভার হইতে বিবাদী মুক্ত নহে। একইভাবে উপরোক্ত বিষয়ের জন্য বাদীর উপরও একই দায়িত্ব থাকিবে। অতএব আদেশ হইল যে বাদী মিজ ধনপুদি চাকমা এর বিবাহ বিচ্ছেদ এর আবেদন মঞ্জুর এবং উভয়ের ঔরসজাত কন্যা মিজ কুঞ্জবি চাকমাকে সাবালকত্ব না হওয়া পর্যন্ত মাতা মিজ ধনপুদি চাকমা এর হেফাজতে প্রদান করা হইল। একই সাথে উভয়ের ঔরসজাত কন্যা মিজ কুঞ্জবি চাকমা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত মি: রাধামন চাকমা ভরনপোষন, পড়ালেখার খরচ বাবদ ৭,০০০ টাকা প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পরিশোধ/ প্রদান করার জন্য আদেশ প্রদান করা হইল।	স্বাক্ষরিত চাকমা রাজা

আদেশ

চাকমা রাজ আদালত

রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটি

মি: রাধামন চাকমা, পিতা- মি: কুঞ্জধন চাকমা, ঠিকানা: জগনাতলি, ১নং ধামেইছরা মৌজা, বরকল, রাঙ্গামাটি (অত:পর "আবেদনকারী" বলিয়া অভিহিত), মি: নীলংধন চাকমা, পিতা- কামেচধন চাকমা, ঠিকানা: জগনাতলি, ১ নং ধামেইছরা মৌজা, বরকল, রাঙ্গামাটি (অত:পর "প্রতিপক্ষ" বলিয়া অভিহিত) কে প্রতিপক্ষ করিয়া হেডম্যান, ১ নং ধামেইছরা মৌজা বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল

করেন। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে নিম্নে তফশীলে বর্ণিত জমির (অত:পর "তর্কিত জমি" বলিয়া অভিহিত) মালিকানা ও দখলস্বত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ রহিয়াছে।

আবেদনকারীর মূল বক্তব্য

আবেদনকারীর মূল বক্তব্য নিম্নরূপ:- তর্কিত জমিটি চৌহাদ্দি মোতাবেক মিউট মামলা নং- ১০২ (ইউ ভূমি) ২০০০ (বরকল ১) মূলে ১৯৮/৭১২ হোল্ডিং এর মালিক মি: সেয়েধন চাকমা ও মি: মেয়েধন চাকমা হইতে আবেদনকারী কর্তৃক ক্রয়কৃত ০.০৫ (পাঁচ শতক) একর জমির সংলগ্ন ভোগদখলকৃত জমির অংশ।

উক্ত জমি হস্তান্তরের পরবর্তীতে জমির মালিক তর্কিত জমিটি আবেদনকারীকে দখল বুঝাইয়া দেন। তখন হইতে তর্কিত জমি আবেদনকারীর দখলে আছে। চৌহাদ্দি মূলে আবেদনকারী কর্তৃক ক্রয়কৃত জমির পূর্ব পার্শে পরিমাপ করিলে কিছু বর্ধিত জমি থাকিলেও চৌহাদ্দি ও দখল মোতাবেক বর্ধিত জমি আবেদনকারীর বলিয়া দাবী করেন।

বিগত ২০০৪-২০০৫ সনের দিকে তর্কিত জমির পূর্ব পাশে প্রতিপক্ষ কর্তৃক মাটি কাটিলে ও পরবর্তীতে ঘর নির্মাণ করিলে আবেদনকারী তাহাতে বাধা প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত বাধা অগ্রাহ্য করিলে স্থানীয়ভাবে সমঝোতার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে সন্তোষজনক সমাধান না পাওয়ায় হেডম্যান ১ নং ধামেইছরা মৌজা বরাবরে আবেদনকারী সুবিচারের আবেদন করেন। ইহাছাড়া, প্রতিপক্ষ তর্কিত জমিটি মি: সেয়েধন চাকমা হইতে ক্রয় করিলেও এজমাইলীভূক্ত জমি হস্তান্তরে সকল মালিকের সম্মতি থাকা বাঞ্চনীয় যাহা উক্ত বিষয়ে ছিল বলিয়া প্রমাণ নাই। তাই ১/১২/২০০৪ তারিখে স্বাক্ষরিত দখলস্বত্ত্ব হস্তান্তরপত্র "ভূয়া" বলিয়া দাবী করেন।

প্রতিপক্ষের মূল বক্তব্য

প্রতিপক্ষের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ:- তর্কিত জমিটিতে ভূমিহীন সমিতির সদস্য হিসাবে তথায় প্রতিপক্ষ বিগত ১৯৯৮ সন হইতে বসবাস করিতেছেন। উক্ত জমিটি "দখলস্বত্ত্ব জায়গার হস্তান্তরপত্র" মূলে বিগত ১/১২/২০০৪

তারিখে মি: সেয়েধন চাকমা হইতে ক্রয় করেন। তখন হইতে তর্কিত জমিতে তিনি বসবাস করিতেছেন। অতএব, উক্ত জমির স্বত্ত্ব তিনি খরিদসূত্রে মালিক হইয়াছেন বলিয়া দাবী করেন।

জমি পরিদর্শন ও শুনানী গ্রহণ

উপরোক্ত আপত্তির ভিত্তিতে অত্র কার্যালয়ে আবেদনারী, প্রতিপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে বিগত ০৭/০৫/২০১৪, ০৭/০৬/২০১৪, ২৬/০১/২০১৫ ও ২৫/২/২০১৫ তারিখে শুনানি গ্রহণ করা হয়। ইহা ছাড়া, অত্র কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে তর্কিত জমি পরিদর্শন করা হয়।

সিদ্ধান্ত

জমি পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যবেক্ষণ এবং দরখাস্তকারী, প্রতিপক্ষ ও স্বাক্ষীগণের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রতিপক্ষ "দখলস্বত্ত্ব জায়গার হস্তান্তরপত্র" মূলে বিগত ১/১২/২০০৪ তারিখে মি: সেয়েধন চাকমা হইতে ক্রয় করিয়াছেন মর্মে সাধারণ কাগজের দলিল প্রদর্শন করিলেও এজমাইলীভূক্ত জমি হিসাবে উভয় মালিকের সম্মতির কোন প্রকার প্রমাণাদি পাওয়া যায় নাই। উক্ত দলিলের সত্যতা সম্পর্কে আবেদনকারীর প্রশ্ন যথাযথ হইতে পারে যেহেতু দলিল সম্পাদনকারী ও সংশ্লিষ্ট স্বাক্ষীগণের দস্তখত একই হস্তলিপি বলিয়া মনে হয়। অধিকন্তু, উক্ত দলিল যথাযথভাবে উভয় এজমাইলী মালিক কর্তৃক সম্পাদিত হইলেও (যাহা বস্তুত: হয় নাই)

তর্কিত জমির স্বত্ত্ব পরিবর্তন করাইতে পারে না যেহেতু তর্কিত জমির স্বত্ত্ব নামজারী মামলা নং- ১০২ (ইউ ভূমি) ২০০০ (বরকল-১) মূলে পূর্বেই অর্থাৎ ০১/০১/২০০১ তারিখে আবেদনকারীর নিকট নামজারী হইয়া গিয়াছে।

মৌখিক এবং / অথবা লিখিত চুক্তি মোতাবেক তর্কিত জমি সংক্রান্ত প্রতিপক্ষের কোন আর্থিক দাবী থাকিলেও তাহা মৃত সেয়েধন চাকমার উপর থাকিতে পারে। তবে, তর্কিত জমির উপর তাহার কোন আইনগতভাবে বৈধ স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তর্কিত জমির উপর আবেদনকারীর স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের দাবীনামা আইনগত অগ্রাহ্য মর্মে বিবেচিত হইল।

অতএব, অন্য কোন প্রকার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তর্কিত জমিতে দরখাস্তকারীর স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তফশীলঃ

মৌজা: ১০২ নং রাঙ্গাপানি

পরিমাণ: আনুমানিক ০.০৪ (চার শতক) একর

চৌহাদ্দিঃ

উত্তরে: ঢেবা,

দক্ষিণে: নিজ (বিক্রেতা),

পূর্বে: ঢেবা,

পশ্চিমে: নিজ (বিক্রেতা)

খতিয়ান/হোল্ডিং নং-১৮০ (ক)/৫১৯/১২৩২

হেডম্যান

১ ধামেইছরা মৌজা

বরকল, রাঙ্গামাটি

তারিখ: ১/১২/২০১৫

আদেশ

চাকমা রাজার আদালত
রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটি

মি: নবদ্বীপ চন্দ্র দেওয়ান, পিতা: মৃত হরি মোহন দেওয়ান, ১২৯ নং কাইন্দ্যা মৌজা, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি (অত:পর "আবেদনকারী" বলিয়া অভিহিত) এবং (১) মি: কালা চুক্ক ত্রিপুরা, পিতা: মৃত শান্তি লাল ত্রিপুরা (২) মি: তাতু মনি ত্রিপুরা, পিতা: মৃত অনিয়া ত্রিপুরা, সর্বসাং- কিল্ল্যামুড়া, ১১৬ নং রাঙ্গামাটি মৌজা, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি (অত:পর "প্রতিপক্ষগণ" বলিয়া অভিহিত) কে প্রতিপক্ষ করিয়া চাকমা রাজা ও হেডম্যান, ১০২ রাঙ্গাপানি মৌজা বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করেন।

পক্ষদ্বয়ের মধ্যে নিম্নে তফশীলে বর্ণিত জমির (অত:পর "তর্কিত জমি" বলিয়া অভিহিত) দখল সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ রহিয়াছে। জমিটি আবেদনকারীর নামে বন্দোবস্তীর স্বপক্ষে নিমস্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিগত ০৯/০৪/১৯৯৭ সনে সুপারিশ প্রদান করা হয়।

দরখাস্তকারীর মূল বক্তব্য নিম্নরূপঃ

তর্কিত জমিটি বিগত ৯/৪/১৯৯৭ সনে চৌহাদ্দি মোতাবেক ৫.০০ একর জমি বন্দোবস্তীর স্বপক্ষে সুপারিশ পাইয়াছিলেন। সুপারিশের আগ হইতে তর্কিত জমিতে বাঁশ বাগার সুজন করিয়া কয়েক বৎসর পর্যন্ত ভ্রাতাসহ বসবাস করিয়াছিলেন। বিভিন্ন কারণে উক্ত জায়গা হইতে অন্যত্র চলিয়া যেতে বাধ্য হন। বর্তমানে উক্ত জায়গায় লোকজনসহ জঙ্গল পরিস্কার করিতে গেলে প্রতিপক্ষগণ বাধা প্রদান করেন। স্থানীয় কার্বারীর আদালতে মীমাংসার জন্য চেষ্টা করা হয়। কার্বারী ভাগাভাগির প্রস্তাব দেন। অযৌক্তিক প্রস্তাব পক্ষে আমি রাজী হইনি। সুবিচারের জন্য হেডম্যান আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করি।

প্রতিপক্ষের মূল বক্তব্য নিম্নরূপঃ

তর্কিত জমিটি প্রতিপক্ষ বিগত ২০০০ সনে চৌহাদ্দি মোতাবেক হেডম্যান কর্তৃক বন্দোবস্তীর প্রক্রিয়ার সুপারিশ প্রাপ্ত হন। তখন হইতে উক্ত জমিটি দখলে রহিয়াছে বলিয়া জানান। বন্দোবস্তীর সুপারিশ নেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট কার্বারী যথাযথভাবে তদন্ত করিয়া হেডম্যানের কাছে সুপারিশ প্রদান করেন। তাই উক্ত জমিটি যেন সুপারিশ বাতিল করা না হয় তাহা প্রার্থনা করেন।

সিদ্ধান্তঃ

উপরোক্ত আপত্তির ভিত্তিতে অত্র কার্যালয়ে দরখাস্তকারী, প্রতিপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে বিগত ০৩/০৭/২০১২ ও ১১/০৭/২০১২ তারিখে শুনানি গ্রহণ করা হয়। ইহা ছাড়া, অত্র কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে তর্কিত জমি পরিদর্শন করা হয়। জমি পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যবেক্ষণ, দরখাস্তকারী, প্রতিপক্ষ এবং স্ব স্ব স্বাক্ষীগণের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তর্কিত জমির চৌহাদ্দির মধ্যে একটি বসতবাড়ী থাকিলেও তর্কিত জমির চৌহাদ্দির বাহিরে প্রতিপক্ষ বিগত ২০০০ সনে চৌহাদ্দি মোতাবেক নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বন্দোবস্তীর প্রক্রিয়ার সুপারিশ প্রাপ্ত হন। প্রতিপক্ষের নিজস্ব জমির দাবীর স্বপক্ষে কোন দলিল বা অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

অতএব, অন্য কোন প্রকার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তর্কিত জমিতে দরখাস্তকারীর স্বত্ত্ব যথাযথ রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় এবং তাহার উপরোক্ত সকল স্বত্ত্ব বহাল রাখা যায়।

রাজা দেবাশীষ রায়
চাকমা রাজা ও
হেডম্যান
১১৬ রাঙ্গামাটি মৌজা

তফশীলঃ

মৌজা: ১১৬ নং রাঙ্গামাটি মৌজা
পরিমাণ: আনুমানিক ৫ (পাঁচ) একর

চৌহাদ্দি

উত্তরে : বড় শিরা
দক্ষিণে: দিঘলছড়ি ও বিমল চন্দ্র খীসা
পূর্বে : শিরা
পশ্চিমে: ঝিড়ি

চট্টগ্রাম হিলট্রেক্টস চাকমা রাজ আদালত
অর্ডার সীট

হুকমের সন ও তারিখ	হুকুম	দস্তখত
	মোতর্ফা মোকদ্দমা নং- ০৭/২০১৯ রাধামন চাকমা বাদী বনাম ধনপুদি চাকমা বিবাদী	

১২/০৬/২০১৯	বাদী হইতে লিখিত আবেদন গ্রহণ। মোতর্ফায় নম্বর পড়িবে।	চাকমা রাজা
১৬/০৬/২০১৯	বাদী ও বিবাদী হাজির। পক্ষদ্বয়ের ও বাদীর শুভাকাংখী ও এলাকার সামাজিক ও নারী নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শ্রবণ।	চাকমা রাজা
	অতিরিক্ত লিখিত আবেদনের মাধ্যমে বাদীর আবেদন সংশোধন।	চাকমা রাজা
২০/০৬/২০১৯	বাদী ও বিবাদী হাজির। পক্ষদ্বয়ের ও বাদীর শুভাকাংখী এবং এলাকার নারী নেত্রী ও অন্যান্য সামাজিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনা হইল। অধিকন্তু, বিবাদীর সহিত প্রণয়ে সম্পৃক্ত মর্মে অভিযুক্ত ব্যক্তি মি: অংহ্লা মারমা ও তাহার স্ত্রী, মিজ কুঞ্জবি চাকমা, এর বক্তব্যও শ্রবণ।	চাকমা রাজা
২০/০৬/২০১৯	**রায়** **প্রক্রিয়া:** উক্ত মামলার উৎস হইল মি: রাধামন চাকমা (অত:পর "বাদী" বলিয়া অভিহিত), পিতা: মেয়েধন চাকমা, মাতা: মেয়েবি চাকমা, গ্রাম: নলবুন্যা, উপজেলা: রাঙামাটি সদর জেলা: পার্বত্য রাঙামাটি- এর ১২/০৬/২০১৬ তারিখের প্রার্থনা। উক্ত প্রার্থনায় তাহার স্ত্রী মিজ ধনপুদি চাকমা (অত:পর "বিবাদী" বলিয়া অভিহিত), পিতা: মৃত কামেচধন চাকমা, মাতা: কামেচবি চাকমা- এর বিরুদ্ধে "নৈতিক স্খলন ও চারিত্রিক অধ:পতন" এর অভিযোগ আনেন। আর্জিতে বাদী "সৃষ্ট সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত" তাহার বাসগৃহ ব্যতীত অন্য স্থানে বিবাদীর বসবাস করাইতে যথাযথ আদেশের প্রার্থনা জানান। ঘটনা প্রবাহে অতিরিক্ত তথ্য প্রাপ্তির কারণে বাদী ২০/০৬/২০১৬ তারিখে অতিরিক্ত প্রার্থনা পেশ করিয়া তাহার পূর্বেকার আর্জি সংশোধন করেন। সংশোধিত আর্জিতে বাদী বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনা জানান। ইহা ব্যতীত, মৌখিক আবেদনের মাধ্যমে বাদী পক্ষদ্বয়ের ৮ (আট) বৎসর বয়স্ক দুই পুরুষ যমজ সন্তান, নীলংধন চাকমা ও সেয়েধন চাকমা- এর সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত স্থায়ী অভিভাবকত্ব ও হেফাজতের প্রার্থনা করেন। অধিকন্তু, বিবাদীর দোষে তাহাদের সংসারে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য বিবাদীকে কোন রকম ভরণ-পোষণ, ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধাবিহীনভাবে ছাড়াছাড়ি চাহেন। ১৩/০৬/২০১৬ ও ২০/০৬/২০১৬ তারিখে উভয় পক্ষের ও উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের শুনানী গ্রহন করা হয়। ইহাছাড়া, বিবাদীর প্রণয় সংক্রান্ত ফোন আলাপের টেপকৃত computer file - এর কিয়দংশও শুনানী গ্রহণের পূর্বে আদালত কর্তৃক	

	শ্রবণ করা হয়। ২০/১০/২০১৬ তারিখে বাদী ও তাহার সমর্থক সহ মি: মি: অংহ্লা মারমা ও মিজ ধনপুদি উপস্থিত থাকেন। বিষয়টিতে ব্যক্তিগত বিষয় জড়িত থাকাতে গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০ সহ অঞ্চলের অন্যান্য আইন, রীতি, প্রথা ও পদ্ধতি অনুসরন পূর্বক দ্রুত ও সুষ্ঠু প্রতিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে এজলাস কক্ষের পরিবর্তে চাকমা রাজার চেম্বারে "In Camera" (জনসমূক্ষের বাহিরে) শুনানী গ্রহণ সংক্রান্ত আদালতের প্রস্তাব পক্ষগন কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় "In Camera" পদ্ধতিতে শুনানী গৃহীত হয়। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আদেশ দেয়া গেল। আদেশ: ১৯৯২ সনে বাদী-বিবাদী সামাজিকভাবে ও চাকমা আইনানুসারে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাহাদের তিন পুত্র সন্তান রহিয়াছে। তিন সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান নীলংধন চাকমা ও তৃতীয় সন্তান সেয়েধন চাকমা এখনো নাবালক (বয়স: ৮ বৎসর)। প্রথম সন্তান মি: রুনুধন চাকমা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আনুমানিক ০৩ (তিন) মাস পূর্বে বিবাদী অন্য একজন পুরুষ (মি: অংহ্লা মারমা, পিতা: হ্লাথুই মারমা, মাতা: উচিংপ্রু মারমা, বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম: রাজবাড়ী, উপজেলা: রাঙামাটি সদর, জেলা: পার্বত্য রাঙামাটি)- এর সহিত "ধর্মীয় রীতি-নীতিতে" বিবাহ বন্ধনে (তথাকথিত "ক্যাং ম্যারেজ")- এ আবদ্ধ হইয়াছেন মর্মে বাদী অভিযোগ করেন (উক্ত রূপ বিষয়ে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইন এবং সংশ্লিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন-এ নিষিদ্ধ যুগলের মধ্যে "ক্যাং ম্যারেজ"- অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন না হওয়ার বিষয়ে শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘ ও ক্যাং কমিটি সমূহের সহযোগিতা পূর্বে চাওয়া হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও চাওয়া হইবে)। তাহাদের মধ্যে "গুপ্ত" প্রণয়ণের ব্যাপারে বাদী একাধিক নির্ভরযোগ্য উৎস হইতে তথ্য প্রাপ্ত হন। উক্ত অভিযোগ সমূহ বিবাদী ও অংহ্লা মারমা স্বীকার করিয়াছেন। চাকমা আইনে তথাকথিত "ক্যাং ম্যারেজের" কোন আইনী মর্যাদা নাই। মারমা আইনে (মি: অংহ্লা মারমা, মারমা সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়াতে) তদ্রুপ "বিবাহ" বৈধ কিনা সেই প্রশ্ন বর্তমানের মামলায় অ-প্রাসঙ্গিক, যেহেতু সংশ্লিষ্ঠ সকল অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা হইলেও নিম্নলিখিত কারণে তাহার কোন আইনগত মর্যাদা থাকিতে পারে না। বিবাহের পক্ষগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য হইলে, এবং যে কোন সম্প্রদায়দ্বয়ের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনে তদ্রুপ বিবাহ বারিত থাকিলে তাহাদের পছন্দমত আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহা অ-সিদ্ধ তাহাকে সিদ্ধ করাইতে পারেননা। উপরোক্ত "ক্যাং ম্যারেজ" সম্পাদনের মাধ্যমে বিবাদী ও মি: অংহ্লা মারমা এর মধ্যে প্রনয়ের উপস্থিতির প্রমান পাওয়া যায়। অধিকন্তু, বিবাদী ও মি: অংহ্লা মারমা তাহাদের সম্পর্কের ব্যাপারে বাদীর অভিযোগ অস্বীকার করেন নাই (আদালতের জেরায়)। অতএব, মিজ ধনপুদি ও মি: অংহ্লা মারমা "ছেনালী" অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ঠ দুই জনের মধ্যে ছেনালা অপরাধ সংক্রান্ত	

টেলিফোন আলাপের টেপ পেশ বা অন্য কোন মাধ্যমের অতিরিক্ত সাক্ষ্য-প্রমান নিষ্প্রয়োজন।

সার্বিকভাবে বাদী কর্তৃক আনিত মূল অভিযোগ সমূহ যথাযথভাবে ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হইয়াছে। তবে আদালতের নথিতে ধর্তব্যে আনয়ন করা সমীচিন যে, কয়েক বৎসর পূর্বে চাকমা রাজার নিকট বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে মৌখিকভাবে দাম্পত্য দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ আনয়ন করেন, যদিও বিষয়টি শুনানীর পর্যায়ে পৌছে নাই।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে পার্বত্য পাহাড়ী সমাজে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্যের ক্ষেত্রে পূর্বে বিভাজিত ধারা বহুল অংশে পরিবর্তিত মর্মে বিবেচনা করিতে হইবে। ইহা পরিতাপের বিষয় যে, বাদী ও বিবাদী উভয়ে পারস্পারিক দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইলে হয়তোবা বর্তসানের পরিস্থিতির জন্ম হইতো না।

পূর্বেকার দিনে স্বামী কেবল রুজি-রোজগার করিত এবং বাসগৃহ বহির্ভূত অন্যান্য দায়িত পালন করিত। পক্ষান্তরে, বাসগৃহের দায়িত্ব যথা: শিশু প্রতিপালন, রান্না ও অন্যান্য গৃহস্থালীর দায়িত্ব, কেবল স্ত্রী বহন করিত, যাহা বর্তমানে অ-গ্রহনযোগ্য।

অর্থাৎ শিশু প্রতিপালন সহ গৃহস্থালী দায়িত্ব সহ দাম্পত্য জীবন সুষ্ঠু ও সুস্থ রাখিবার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের দায়িত্বভার গ্রহন করিতে হইবে। এই ধারাবাহিকতায়, উত্তরাধিকার বিষয়সহ চাকমা ও অন্যান্য আদিবাসী জাতিসমূহের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনের অন্যান্য ক্ষেত্র সহ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিধানাদির অবসান ঘটাইবার জন্য সমাজের সকল স্তরের নেতৃবৃন্দের ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের যৌথ ও সমন্বিত প্রয়াস অতীব প্রয়োজন।

একই ধারাবাহিকতায় এই মামলায় শিশুর অভিভাবকত্ব ও হেফাজত সংক্রান্ত অত্র আদালতের ২০১০ সনের ০১ নং মামলার রায়ের নীতিকে অনুসরণ করা হইয়াছে। উক্ত রায়ে বলা হইয়াছে যে, বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নাবালক সন্তানের অভিভাবকত্ব ও হেফাজত স্বামী বা স্ত্রী, কে পাইবে, তাহা নির্ধারিত হইবে শিশুর সার্বিক কল্যাণ যাচাইয়ের ভিত্তিতে। অর্থাৎ নাবালক শিশুর অভিভাবকত্ব ও হেফাজত, ক্ষেত্র অনুসারে স্বামী, এবং/অথবা স্ত্রী, এককভাবে অথবা যৌথভাবে, প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহাতে অবশ্যই স্বামী ও স্ত্রীর আপেক্ষিক যোগ্যতা যাচাই করা হইবে। অত্র মামলায় সংশ্লিষ্ট নাবালক শিশুগনের হেফাজত সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা পূর্বক বাদীর নিকট প্রদান করা হইল।

অতএব, আদেশ হইল যে:

১। সামাজিক অপরাধে বিবাদী, মিজ সুচরিতা দেওয়ানকে ০৫ (পাঁচ) মুঠি শুকর ও ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং মি: অংহ্লা মারমাকে ০৫ (পাঁচ) মুঠি শুকর ও ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা করা হইল। এই আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জরিমানা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করিতে হইবে।

	২। বাদী ও বিবাদীর পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া পরা সহ তাহাদের মধ্যকার দাম্পত্যের সম্পর্ক অতিরিক্ত মাত্রায় অবনতি হওয়ায় এবং তাহাদের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব নিরসনযোগ্য পর্যায় অতিক্রম করার কারণে, এবং এই ক্ষেত্রে উভয়ের সম্মতিতে, তাহাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষণা করা হইল। এই আদেশ অদ্য ২০/০৬/২০১৯ তারিখ হইতে প্রযোজ্য হইবে। ৩। দুই নাবালক শিশু সন্তান, নীলংধন চাকমা ও সেয়েদন চাকমা - এর সাবালকত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত শিশুগণ বাদীর হেফাজত বা custody -তে থাকিবে। তবে, শিশুগণকে বাদীর হেফাজতে প্রদান করা হইলেও বাদী ও বিবাদী উভয়েই তাহাদের অভিভাবকত্বের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখিতে বাধ্য। সাবালকত প্রাপ্তির পরেও সন্তানগণ স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতার দায়িত্ব সীমিত পরিসরে হইলেও বিদ্যমান থাকে। নাবালক শিশু সহ তিন সন্তানের শারিরীক, মানসিক ও মনস্তাত্বিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে ও তাহাদের সার্বিক কল্যাণার্থে, বিশেষ করিয়া গুরুতর অসুস্থতা, দুর্ঘটনা যা অন্যান্য সংকটময় পরিস্থিতিতে, বাদী ও বিবাদীর মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা বজায় রাখা অবশ্যম্ভাবী। বিবাদী এবং তাহার অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গের সহিত সন্তানগণ স্বাক্ষাৎ করিবার ও সীমিত পরিসরে ভ্রমন করিবার উদ্দেশ্যে, বাদী, বিবাদী ও তাহার ঘনিষ্ট আত্মীয়বর্গের সহিত, যথাযথ সহযোগিতা করিতে বাধ্য। ৪। আগামী ৩০/০৬/২০১৯ তারিখের মধ্যে বিবাদী, বাদীর বাসগৃহ ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র বসবাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। ৫। বিবাদী দাম্পত্য জীবনের গুরু অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ায় এবং বাদীর বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ প্রমাণ করিতে না পারায় বাদী হইতে কোন আর্থিক ক্ষতিপুরণ বা ভরণপোষণ পাইবেন না। অনুরূপভাবে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়েও বিবাদী বাদী হইতে কোন কিছু প্রাপ্য নহেন।	- চাকমা রাজা

ফিরিস্তি কাগজাৎ

মোতর্ফা মোকদ্দমা/মামলা নং- ১/২০২২

_____হেডম্যান_____ আদালত _____ধনপাদা_____ পাড়া _____১০৭ বড়াদাম_____ মৌজা
_____মগবান__ ইউনিয়ন _____রাঙামাটি সদর__ উপজেলা __রাঙামাটি__ জেলা ____চাকমা_ সার্কেল

ক্রমিক নং	মামলা সংক্রান্ত কাগজ/দলিল/প্রমাণাদি এর বর্ণনা	দাখিলের তারিখ	যাহার পক্ষে	ফর্দ/নথি সংখ্যা	মন্তব্য
১	বাদী হতে আবেদন	১/১/২০২২	বাদী	১	
২	বাদীর জবানবন্দি	১৬/১/২০২২	বাদী	২	
৩	বিবাদীর জবানবন্দি	১৬/১/২০২২	বিবাদী	৩	
৪	বাদীর ১ নং স্বাক্ষীর জবানবন্দি	১৬/১/২০২২	বাদী	১	
৫	বাদীর ২ নং সাক্ষীর জবানবন্দি	১৬/১/২০২২	বাদী	১	
৬	বিবাদীর ১ নং স্বাক্ষীর জবানবন্দি	১৬/১/২০২২	বিবাদী	১	
৭	বিবাদীর ২ নং স্বাক্ষীর জবানবন্দি	১৬/১/২০২২	বিবাদী	১	
৮	বাদীর জবানবন্দি	৩১/১/২০২২	বাদী		
৯	বিবাদীর জবানবন্দি	৩১/১/২০২২	বিবাদী		
১০	সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি হতে প্রাপ্ত পত্র	৩১/১/২০২২		৪	
১১	নারী সমাজের পক্ষে প্রাপ্ত পত্র	৩১/১/২০২২		৫	
১২	কিনারাম চাকমা, কার্বারী, তৈচাঙমা গ্রাম, ১০৭ বড়াদাম মৌজা কর্তৃক প্রতিবেদন	৫/২/২০২২		১০	
১৩	বিরোধীয় জায়গার সরেজমিনে তদন্ত প্রতিবেদন	২৫/২/২০২২			
১৪	বিরোধীয় জায়গার ম্যাপ ও জমাবন্দী	২৫/২/২০২২	বাদী	২	
১৫	হলফনামা/চুক্তিনামা	২৫/২/২০২২	বিবাদী	৪	
১৬	বাদীর জবানবন্দি	২৫/২/২০২২	বাদী	১	
১৭	বিবাদীর জবানবন্দি	২৫/২/২০২২	বিবাদী	১	

স্বাক্ষর ও সীল

ফিস/জরিমানা/ক্ষতিপূরণ রসিদ

বিধি ৪০, ধারা ৮, পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০

মোতর্ফা মোকদ্দমা/মামলা নং _____১/২০২২_____

_____ আদালত _____ পাড়া

_____ মৌজা _____ ইউনিয়ন

_____ উপজেলা _____ জেলা _____ সার্কেল

১। প্রদানকারীর (বাদী/বিবাদী/অন্যান্য) নাম: **নীতিশ ত্রিপুরা**

২। প্রদত্ত ফিস/জরিমানা/ক্ষতিপূরণের বিবরণ: **৩,০০,০০০ টাকা (প্রথম কিস্তি)**

৩। প্রদানের তারিখ: **০৭/০৫/২০২২**

রাজা/হেডম্যান/কার্বারী এর স্বাক্ষর এবং সীল

ফিস/জরিমানা/ক্ষতিপূরণ রসিদ

বিধি ৪০, ধারা ৮, পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০

মোতর্ফা মোকদ্দমা/মামলা নং _____১/২০২২_____

_____ আদালত _____ পাড়া

_____ মৌজা _____ ইউনিয়ন

_____ উপজেলা _____ জেলা _____ সার্কেল

১। প্রদানকারীর (বাদী/বিবাদী/অন্যান্য) নাম: **নীতিশ ত্রিপুরা**

২। প্রদত্ত ফিস/জরিমানা/ক্ষতিপূরণের বিবরণ: **৩,০০,০০০ টাকা (১ম কিস্তি)**

৩। প্রদানের তারিখ: **০৭/০৫/২০২২**

রাজা/হেডম্যান/কার্বারী এর স্বাক্ষর এবং সীল